INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA
ISSN 2454-4922

অরিত্র

পঞ্চম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা
জুন, ২০১৮

সম্পাদক
সমীর প্রসাদ

ARITRA

Bengali Literary & Research Journal

5th year, 7th Volume

June, 2018

প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্ব

সমীর প্রসাদ

মুদ্রক

মেনকা প্রিন্টো আর্ট

পালবাড়ী, মেদিনীপুর শহর

অক্ষর বিন্যাস

আলোক -৯৮০০৫৫৯৩৯০

প্রচ্ছদ

হার্দিক সেন

ISSN 2454-4922

যোগাযোগ

সমীর প্রসাদ

বেনাপুর, খড়্গপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

মোবাইল : ৯৭৩২৯১১৬৬৬ // ৮০০১১৮০১১৩

ই-মেল : smr.prsd@rediffmail.com

মূল্য - ১০০্

সূচীপত্র

১. ঝাড়খণ্ডের টুসুগীত ও নারী সমাজ — ৫
—ড. অনুপ কুমার সেন

২. বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' : সময়ের পথ অতিক্রম করে — ৭
—সমীর প্রসাদ

৩. ব্রিটিশ শাসনকালে খড়্গপুর সহ জঙ্গলমহলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা—একটি সমীক্ষা — ১৪
—রাখাল চন্দ্র ভূঞা

৪. প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে পতিতা নারী — ২১
—পার্থ প্রতিম হালদার

৫. পুরুলিয়ার পটুয়া ও পটশিল্প — ২৭
—দয়াময় মণ্ডল

৬. রূপেও রূপান্তরে পুরুলিয়ার ঝুমুর গান — ৩১
—আদিত্য প্রসাদ কাজী

৭. তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' : পুরাণের ব্যবহার — ৪০
—ধ্রুবজ্যোতি পাল

৮. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের ভূমিকা — ৪৯
—অনুপ কুমার মণ্ডল

৯. সুন্দর বন : ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি — ৫৩
—ড. নিত্যানন্দ মণ্ডল

১০. ভবপ্রীতানন্দ ওঝার ঝ্যামটা ঝুমুরের নানারূপ — ৫৯
—ড. করুণা পেড়িয়ারা

ব্রিটিশ শাসনকালে খড়্গপুর সহ জঙ্গলমহলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা–একটি সমীক্ষা

রাখাল চন্দ্র ভূঞ্যা
সহকারি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, খড়্গপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ মূলতঃ তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনে ক্রমপরিবর্তনের ধারার মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে এসেছে। যথা–আদিম সমাজ, লোক সমাজ, নাগরিক সমাজ। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিসাবে খড়্গপুরের আত্মপ্রকাশ ১৯০০ সালে। আগে এখানে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আঞ্চলিক মানুষের বসতি ছিল। এই অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক মহান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে। সেই ঐতিহ্য তাঁরা আজও বহন করে চলেছেন। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পালাপার্বন, প্রভৃতি ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই জনগোষ্ঠীর নানাবিধ প্রভাবের বিভিন্ন দিক আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

সূচক শব্দ : জঙ্গলমহল, জনগোষ্ঠী, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে, সমাজ অর্থনীতি, সাংস্কৃতি।

ভূমিকা : সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। এখানে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীরপ মানুষ মূলতঃ তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজ- জীবনে ক্রমপরিবর্তনের ধারার মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে এসেছে। সেগুলি হল মোটামুটি এইরূপ–(১) আদিম সমাজ। (২) লোক সমাজ। (৩) নাগরিক সমাজ।

মূল বিষয় : প্রত্যেক আদিম সমাজ যে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, যদি তা হত তাহলে আদিম সমাজভূক্ত মানুষের আজ অস্তিত্বটুকু থাকতো না।[১] উল্লেখ্য, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিসাবে খড়্গপুরের আত্মপ্রকাশ ১৯ এপ্রিল ১৯০০ সালে।[২] আর আগে এখানে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর আঞ্চলিক মানুষের বসতি ছিল। অধ্যাপক হিমাংশু ভূষণ সরকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, খড়্গপুর তথা মেদিনীপুরের বা সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ জঙ্গলমহলের অন্তর্গত দুটি প্রধান ও প্রাচীনতম জাতিগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। তার একটি হল অস্ট্রিক ভাষাভাষী সাঁওতাল গোষ্ঠী, অপরটি হল টোটেম (Totem) বা প্রতীক ধ্বজাধারী প্রাচীনতম বাঙালি কৌম। প্রথমত: এই অস্ট্রিক ভাষাভাষী সাঁওতালদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে–হো, ভূমিজ, বিরহর প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর। এই অস্ট্রিক গোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্ট্রিক-এশিয়াটিক ও অস্ট্রেলেশিয়ান নামে সুপরিচিত।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত তালিকার অর্ন্তভূক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭, বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২০ তম বর্ষ, ১০৮ সংখ্যা
জুলাই, ২০১৮

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে. কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া '-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.) অনুমোদিত
তালিকার অর্ন্তভূক্ত। পত্রিকা ক্রমিক নং-৪২৩২৭,
বাংলা পত্রিকা ক্রমিক নং-৩৩।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২০ তম বর্ষ, ১০৮ সংখ্যা
জুলাই, ২০১৮

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ডা. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

সূচীপত্র

১.ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভাবনায় শিক্ষা
-অমলেশ পাইকারা.....৭
২.জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড : রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
-গৌতম বর্মন.....১২
৩.রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেম
-দিবাকর মণ্ডল.....১৬
৪.পর্যটনের সুলুক সন্ধানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চল
-দেবাশীষ বেরা.....২৪
৫.সুন্দরবনের লুপ্তপ্রায় লোকসঙ্গীত
-মলয় দাস.....৩০
৬.দেশীয় কারিগরি শিল্প ও কর্মকার সম্প্রদায়ের বিবর্তনঃ একটি সমীক্ষা
-মানস কুমার রানা.....৪১
৭.অবনীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি
-সঞ্জীবকুমার ঘোষ.....৪৯
৮.আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার জাতীয় কংগ্রেস
-অশ্রুকণা ঘোষ.....৫৬
৯..নয়াগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষার বুনন
-অমিতকুমার বেরা.....৬০
১০.পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভাগচাষী আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেস (১৯২১-১৯৪৭)
-লক্ষণচন্দ্র ওঝা.....৬৬
১১.যোগের স্বরূপ : একটি সমীক্ষা
-বিপ্লব বারিক ৭৪
১২.বিশ শতকে খড়্গপুর শহরের সমাজ ও সংস্কৃতি
-রাখালচন্দ্র ভুঞ্যা.....৭৭
১৩.মাতৃভাষা চর্চায় প্রমথ চৌধুরী ও রাজশেখর বসু
-লিসা পাল.....৮১
১৪.নবীন প্রাণের জাগরণে সবুজপত্রের ভূমিকা
-পদ্মনাভ বেরা.....৮৬
১৫.তিন তালাক : সমস্যা ও সম্ভাবনা
-মোসাম্মাৎ রজিনা.....৮৯
১৬.পরিবেশের উপর বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব
-শ্যামাপদ শীট.....৯৪

বিশ শতকে খড়্গপুর শহরের সমাজ ও সংস্কৃতি

রাখালচন্দ্র ভূঞ্যা

বিশ শতকের খড়্গপুর শহরের সমাজ-সংস্কৃতি ও রীতিনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করার আগে দেখে নেওয়া দরকার যে, এখানে যারা বসবাস করেন তাদের পূর্ব পরিচয় ঠিক কি রূপ ছিল। আমরা জানি ভারতের বিভিন্ন অংশে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ মূলতঃ তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের ক্রমপরিবর্তনের ধারার মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে এসেছে। সেগুলি হল মোটামুটি এইরূপ-১) আদিম সমাজ ২) লোক সমাজ এবং ৩) নাগরিক সমাজ । আবার প্রত্যেক আদিম সমাজ যে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে তা নয়, যদি হত তাহলে আদিম সমাজভুক্ত মানুষের আজ পৃথিবীতে অস্তিত্বটুকু থাকতো না।

সৃষ্টির পর থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে আদিম সমাজের কিছু অংশ বর্তমান সমাজে এসেছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকায় তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে কেউ কেউ উন্নতির শিখরে উঠেছে আবার কেউ কেউ পুরাতনধারা এখনও টিকিয়ে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, খড়্গপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মালদা, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সাঁওতাল ছাড়া অন্যান্য জনগোষ্ঠী ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে এখন সভ্য সমাজব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে। অনেকের মতে খড়্গপুর সহ জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী হল সাঁওতাল জাতি। ভবিষ্য-পুরাণ অনুযায়ী-সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মেদিনীপুরসহ জঙ্গল ঘেরা ঘন শাল-মহুয়ার ঘন বনে আচ্ছন্ন এলাকায় মধ্যাকৃতি এবং বাদামী রঙের জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল এলাকায় ৩৮টি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-সাঁওতাল, লোধা, মুণ্ডা, শবর, মাহালি, বিরহড়, হো, ভূমিজ, খাড়িয়া, কোড়া প্রভৃতি।

এই অরণ্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক মহান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে। সেই ঐতিহ্য তারা আজও বহন করে চলেছেন। তাদের ভাষা সংস্কৃতি, পালাপার্বণ, লোককথা, লোকসঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি ব্যাপক প্রভাব পড়েছে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে।

উল্লেখ্য, বিশ শতকের সূচনা পর্বে ইউরোপীয় ও অন্যান্য কয়েকটি খৃষ্টান মিশনারী শাখার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মত বাংলা তথা খড়্গপুরে আগমন ঘটেছিল।বস্তুত খৃষ্টান মিশনারীরা জঙ্গলমহলের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাদের নজরে পড়ে অনুন্নত জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অশিক্ষা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণ থাকায় ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাই মিশনারীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসের সূত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে প্রয়াসী

অনন্য বিবেকানন্দ

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

Ananya Vivekananda
(Collection of Essays)

গ্রন্থস্বত্ব
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

প্রকাশকাল
মহালয়া, ১৪১৮

প্রকাশক
ড. বিমলকৃষ্ণ দাস
সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

প্রচ্ছদ
প্রীতিমান গিরি

অক্ষরবিন্যাস
শ্রীলিপি, মেদিনীপুর
৯৭৩২৭৫৪৮৮৬

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দের সেবাদর্শ : পদ্ধতি ও প্রয়োগ • স্বামী সুনিষ্ঠানন্দ • ১

স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক দর্শন • প্রভাত মিশ্র • ১০

স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস চেতনা • ড. রীণা পাল • ২৩

বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ • লক্ষ্মণ কর্মকার • ৪০

আবেগে নয়, বাস্তবে বিবেকানন্দ • ড. সন্তোষকুমার ঘোড়ই • ৪৯

আধুনিক ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিবেকানন্দের ভূমিকা • ড. তপনকুমার দে • ৫৫

বিবেকানন্দ ও জাতীয়তাবাদ • পরিক্ষীৎ ঠাকুর • ৭১

কর্মযোগী ও সাহিত্যসেবী নরচন্দ্রমা স্বামী বিবেকানন্দ • ড. পরমেশ আচার্য • ৮৯

একবিংশ শতকে বিবেকানন্দ • ড. সুজয়কুমার মাইতি • ১০৩

'ভাববার কথা'-র ভাবনা • ড. বাণীরঞ্জন দে • ১১৬

উনিশ শতকের নবজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ • ড. নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য • ১২৩

স্বামী বিবেকানন্দ: ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক • ড. অরুণ শাসমল • ১৩৩

স্বামী বিবেকানন্দের সর্বজনীন ধর্ম • গার্গী মেদ্দা • ১৪২

স্বামীজীর পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ভাবনা • ড. গোকুলানন্দ মিশ্র • ১৫৩

নারী ভাবনার বিরল পথিক: স্বামী বিবেকানন্দ • ড. অনিতা সাহা • ১৬১

স্বামীজীর দৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন, সিপাহী বিদ্রোহ ও শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ • রাখালচন্দ্র ভূঞ্যা • ১৬৮

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন, সিপাহী বিদ্রোহ ও শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ

রাখাল চন্দ্র ভূঞ্যা

রবীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন - ''যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দকে জানতে হবে।''[১]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ শাসনকালের এক যুগসন্ধিক্ষণে যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব কেবলমাত্র বৈদেশিক শাসন ও শোষণের মধ্যে সীমিত ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ইউরোপীয় 'রেঁনেসাঁস'-এর মতো নবজাগরণ সূচিত হয়। নবজাগরণের পথে দেশবাসীর মধ্যে নবচেতনা ও প্রেরণা সঞ্চারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদের অবদান চিরস্মরণীয়।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু একজন সন্ন্যাসী ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন দেশপ্রেমিকও ছিলেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন, তাই মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। যারা দুর্বল, অক্ষম, নিপীড়িত তারাই ছিল তার বিশেষ প্রীতিভাজন। তবু ভারতের মানুষের প্রতিই তাঁর সমবেদনা ছিল বেশী।

স্বামীজী সন্ন্যাসী, তাই রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক না থাকলেও মানুষের সংস্পর্শ থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি। বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ইংরেজদের নীতিগুলি স্বামীজীকে হতাশ করেছিল। এইসময় তিলকের প্রতি ইংরেজদের লাঞ্ছনা ও অন্যান্য শাস্তি, ভারতের দুর্ভিক্ষ, প্লেগের সময় মানুষের অপমান ও হাহাকার প্রভৃতি তাঁকে বিচলিত করেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারের ভাষা স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। মিস্ মেরী হেসকে লেখা (৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৯) চিঠিতে বলা হয়েছে - ''ইংরেজ এদেশে তার লুঠের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য পৃথিবীর বাজার যার রণক্ষেত্র, ফ্যাক্টরির চিমনি যার রণপতাকা''[২] -এ থেকে বোঝা যায় স্বামীজীর ইতিহাস চেতনা কী অসাধারণ প্রখর ছিল। তিনি একান্তভাবে বেদান্তবাদীই ছিলেন না, গভীর সামাজিকত্বে উপনীত হবার জন্য, যে

Special Seminar Issue on

Recent Trends in History

Race Gender Environment and Urbanization

Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies

ISSN 2249-3301 | Volume 9, Number 1, 2019 | www.bcjms.bhattercollege.ac.in

Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies

ISSN 2249-3301

A UGC Approved refereed peer-reviewed Journal,

A print and online open access journal

Volume 9, Number 1, March, 2019

Special Issue on

Recent Trends in History: Race, Gender, Environment & Urbanization

© Principal

Bhatter College,Dantan

Published by

Bhatter College, Dantan

Paschim Medinipur

West Bengal

www.bhattercollege.ac.in

www.bcjms.bhattercollege.ac.in

The responsibility of the facts stated opinions expressed and conclusions reached in entirely that of the authors ***The Department of History takes no responsibility.***

CONTENT

The Evolution of Civic Administration in Jalpaiguri Town & its Colonial Overtone — *Shesadri Prosad Bose* 11

The Politics of Elephant Hunting in Forests of Eastern Bengal 1879-1932 — *Anindya Dutta* 17

Environmental Movements and Women Empowerment - Ganga Mukti Andolan and Rakhasutra Movement — *Ranjini Guha* 21

A study of Rudyard Kipling's India : A Colonial History and the Nostalgia of an Ex-child : — *Ashis Biswas* 27

Urbanization and Environment in Colonial Calcutta — *Sukanya Sarkar* 31

Chipko : A Regional Movement of International Fame. — *Mukteswar Das* 36

Jungle Kato Andolon (Tree War) in Singhbhum (1978) : An Ecological Warfare ? — *Prasenjit Ghosh* 40

Tribal's Culture of Mayurbhanj District : A Study — *Manas Kumar Rana* 45

Urbanization and its Impact on Women's Health— A Qualitative Analysis —*Shubhra Chandra* 48

Impact of Forest Policy for the Protection of Forest and Forest Dwellers —*Prafulla Kumar Das* 53

Malarial Fever in Colonial Midnapore District : A Historical Study of Epidemic —*Sujaya Sarkar & Shib Sankar Ghosh* 59

Role of Women in Participatory Forest management through Capacity Building A case study of Jhargram District of West Bengal —*Lipika Mandal* 65

আসব-কৌলীন্যে নাগরিক সংস্কৃতি ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র — কাজরী প্রধান 68

বৌদ্ধধর্ম ও পরিবেশ : আধুনিক গবেষণার আলোকে — ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় 72

উদ্বাস্তুদের আগমন ও নদিয়া জেলার নগরায়ন — সুশান্ত কুমার মণ্ডল 77

তিনটি উপন্যাস : জাতি চর্চার সাম্প্রতিক ক্রম — রেজমান মল্লিক 83

বিশ শতকে খড়গপুর শহরের নগরায়নে রেলকর্মচারীদের ভূমিকা — রাখাল চন্দ্র ভূঞ্যা 90

স্বাধীন ভারতের পরিবেশ চিন্তা : কয়েকটি আন্দোলন — গুরুশংকর বারিক 97

বিশ শতকে খড়গপুর শহরের নগরায়ণে রেলকর্মচারীদের ভূমিকা

রাখাল চন্দ্র ভুঞ্যা

সারসংক্ষেপ :

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে রেলপথ প্রবর্তনের ফলে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলপথ চালু হয় বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত। রেল ব্যবস্থা আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ও নগরায়ণের প্রধান অস্ত্র। ভারতবর্ষে রেলপথ প্রচলনের সাথে সাথে নতুন নতুন কলকারখানার প্রসার এবং দ্রুত শিল্পায়ণ ঘটেছিল। উল্লেখ্য, ১৮৮৭ সালের ১লা এপ্রিল বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের কেন্দ্রস্থলে বিস্তীর্ণ ঘনজঙ্গলাকীর্ণ লালপ্রাথুরে মাটি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় খড়গপুরে একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ গড়ে তোলার জন্য একটি খসড়া ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়।

১৮৯৭ সালের ৩০শে জুন ভারত সরকার ঐ প্রস্তাবের কিছু অংশ রদবদল করে সেখানে নতুন করে লোকোমোটিভ, ক্যারেজ, ওয়াগন ওয়ার্কশপ ও জেনারেল স্টোর ইত্যাদি নির্মাণ করার জন্য তা অনুমোদন করে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরস ১৮৯৮ সালে খড়গপুরে একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ করার কাজে সম্মতি প্রদান করেন, ১৯০০ সালের ১৯শে এপ্রিল একটি রেলওয়ে জংশন স্টেশন হিসাবে খড়গপুর তার কর্মধারা শুরু করে। এইভাবে খড়গপুর অল্প সময়ের মধ্যে বৃহৎ রেলওয়ে জংশন ও ওয়ার্কশপের জন্য খ্যাত হয়ে ওঠে।

খড়গপুরে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় প্রথম রেলওয়ে কর্মচারী ও আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। শত শত মানুষ রেলপথ নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত হয়ে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল। খড়গপুর বা তার আশেপাশে অঞ্চলে যে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত হয়েছিল অধিকাংশই ছিল বহিরাগত। খড়গপুর রেলওয়ে কেন্দ্রে বিভিন্ন ভাষাভাষি ও জাতির কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে কোন ঐক্য বা সংহতি ছিল না। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের বৃটিশ মালিকাধীন কর্তৃপক্ষ ভেবে ছিল যে খড়গপুরের রেলশ্রমিকরা তাদের জাতিগত ও ভাষাগত ভিন্নতার কারণে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ও রেলশ্রমিকদের নিয়ে আসা হয় এবং এই অবাঙালি বহিরাগতরা ও এখানকার বাঙালিরাই এই খড়গপুরের নগরায়ণ ঘটিয়েছিল-একথা বলা যায়।

শব্দসূচক : শহর, রেলওয়ে, নগরায়ন ও সংস্কৃতি।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে রেলপথ প্রবর্তনের ফলে এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, ১৮৮৭ সালের ১লা এপ্রিল বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে নাগপুর থেকে খড়গপুর হয়ে হাওড়া (১৯০০) এবং সিনি থেকে খড়গপুর প্রভৃতি লাইনের রেলপথ চালু হয়। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের কেন্দ্রস্থলে, বিস্তীর্ন ঘন-জঙ্গলাকীর্ন লালপাথুরে মাটি ও যোগাযাগ ব্যবস্থার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় খড়গপুরে একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ গড়ে তোলার জন্য ২৭,৪২,৩৩১ টাকার সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি খসড়া ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়। ১৮৯৭সালের ৩০শে জুন ভারত সরকার ঐ প্রস্তাবের কিছু অংশ রদবদল করে সেখানে নতুন করে লোকোমোটিভ, ক্যারেজ, ওয়াগন ওয়ার্কশপ ও জেনারেল স্টোর ইত্যাদি নির্মাণকরার জন্য তা অনুমোদন করে।[১] বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরস্ ১৮৯৮সালে খড়গপুরে একটি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ করার কাজে সম্মতি প্রদান করেন, ১৯০০ সালের ১৯শে এপ্রিল একটি রেলওয়ে জংশন স্টেশন হিসাবে খড়গপুর তার কর্মধারা শুরু করে। খড়গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের নির্মাণ কাজ ১৯০০সালে শুরু হয়, এবং ১৯০৪ সালের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটে।[২]

রেলওয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়, ১৯০৪ সাল থেকে খড়গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে সমস্ত ব্রড গেজ (Broad gauge) এর মেরামতির কাজ শুরু হবে এবং সমস্ত ন্যারো গেজের (Narro gauge) কাজ হবে নাগপুরে। খড়গপুর ওয়ার্কশপে ব্রড গেজ এর কাজ শুরু হওয়ায় এটি একটি অখন্ড ওয়ার্কশপে পরিণত হয়েছিল। এই ওয়ার্কশপে বাষ্পচালিত রেলগাড়ী ইঞ্জিন, কাঠের তৈরী প্যাসেঞ্জার বহনকারী চারচাকা যুক্ত গাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ ও মেরামতির কাজ করা হত। এই ভাবে খড়গপুর অল্প সময়ের মধ্যে বৃহৎ রেলওয়ে জংশন ও ওয়ার্কশপের জন্য খ্যাত হয়ে ওঠে।[৩] এই সূত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা তথা খড়গপুরে এক আধুনিক রেল কারখানা আবির্ভাব ঘটেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মেদিনীপুর জেলা ছিল মূলত কৃষিজ ও বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ। খড়গপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ স্থাপনের ফলে মেদিনীপুর জেলায় প্রথম রেলওয়ে কর্মচারী ও আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। খড়গপুর বা তার আশেপাশে অঞ্চলে যে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত